Volume – 2 | Issue – IV | Jul-Aug 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অগ্নিপুরাণে পরিবেশচিন্তন

অমিত মাহাত[১]

সারসংক্ষেপ:

বর্তমানে প্রচলিত ও উপলব্ধ অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে অগ্নিপুরাণের প্রামাণ্য সর্বাধিক। অগ্নিপুরাণের বক্তা অগ্নি এবং শ্রোতা মহর্ষি বশিষ্ট। বক্তা অগ্নির নামানুসারে এই পুরাণের নাম হয়েছে অগ্নিপুরাণ বা আগ্নেয়পুরাণ। অগ্নিপুরাণকে ব্যাপক অর্থে ভারতীয় বিদ্যার পৌরাণিক বিশ্বকোষ বলা হয়ে থাকে। এই পুরাণে যাবতীয় বিদ্যার সার সংগৃহীত হয়েছে। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ, বৃক্ষায়ুর্বেদ, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, অশ্ব-গো-হস্তি শাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয় ব্যতীত পরিবেশ বা বিস্তৃত অর্থে প্রকৃতি অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে পরিবেশ সচেতনতা, দূষণ প্রতিরোধ, বৃক্ষরোপণ, জলাশয় খনন করা এবং জল সংরক্ষণ, রাস্তা, পথ-ঘাট পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং অগ্নিপুরাণকালীন ক্রান্তদর্শী মুনিরা যে পরিবেশ চিন্তনে সজাগ ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সূচক শব্দ : *মহাপুরাণ, অগ্নিপুরাণ,* পৌরাণিক বিশ্বকোষ, *আয়ুর্বেদ, বৃক্ষায়ুর্বেদ,* বৃক্ষরোপণ, পরিবেশচিন্তন, ক্রান্তদর্শী।

AIJITR - Volume - 2, Issue - IV, Jul-Aug 2025

Copyright © 2025 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

পরিবেশ বিজ্ঞান আধুনিককালের অতীব গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। পরিবেশ বিজ্ঞান কে ইংরাজীতে বলা হয় 'Environment Science' আর 'Ecology' কে বলা হয় বাস্তুবিদ্যা। বাস্তুবিজ্ঞানে পর্য্যাবরণের সঙ্গে প্রাণীবর্গের সম্বন্ধবিষয়ক আলোচনা প্রাধান্য পায়। পরিবেশ বলতে সাধারণতঃ মানুষের চারিদিকের জল, মাটি, বায়ু, মানুষ,জীবজন্তু,গাছপালা-আবহাওয়া এই সমস্ত কিছুকে বোঝায়। পরিবেশ বিজ্ঞানকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে-(১) ভৌত বিজ্ঞান (Physical Environment) এবং (২) সামাজিক পরিবেশ(Social Environment) ভৌত পরিবেশ আবার দু'রকম-(ক) জৈব পরিবেশ (Biotic Environment)। (খ) অজৈব পরিবেশ (Abiotic Environment)। কাজেই পরিবেশ বিজ্ঞানে জীবের চারপাশে অবস্থিত সকল জড় ও সজীব উপাদান দ্বারা সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থাকেই এককথায় পরিবেশ বলে। মানুষের উন্নয়নে পরিবেশের যে প্রাধান্য ও গুরুত্ব আছে তা সমগ্র পুরাণ সাহিত্যে সুস্পষ্ট ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে।

পরিবেশ সম্বন্ধীয় যথার্থ চিন্তা ভাবনার অভাবে ইদানীং সারা বিশ্বে পরিবেশ দূষণগত সমস্যা উৎকট আকারে দেখা দিয়েছে। এজন্য সমগ্র বিশ্বে পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর স্থায়িত্ব ও মানব সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়াকুল। পরিবেশ দূষণের মারাত্মক কুপ্রভাবে পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হতে চলেছে। এ ধরনের অনভিপ্রেত অবস্থা থেকে পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর পরিত্রাণের লক্ষ্যে আমাদের চিরায়ত আর্য মহাকাব্য অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারতে তথা সমগ্র পুরাণ সাহিত্যে আলোকবর্তিকারূপে আমাদের পরিবেশ চেতনাসমূহকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

[১] সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, বিধানচন্দ্র কলেজ,
Sanskrit.2011amit@gmail.com

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/2.IV.2025.75-86

AIJITR, Volume 2, Issue –IV, July - August, 2025, PP. 75-86

Received on 30th July 2025 & Accepted on 22nd, August, 2025 Published: 30th August, 2025.

Volume – 2 | Issue – IV | Jul-Aug 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অষ্টাদশ *পুরাণ* ও *উপপুরাণে* ঋষি কবিগণের ধ্যান দৃষ্টিতে চরাচর জগতের সজীব ও নির্জীব যাবতীয় উপাদানের কোনোটিই অনুপলব্ধ ও উপেক্ষিত থাকেন। তাঁদের পরিবেশ সচেতনার অভিব্যক্তি সমুদয় *পুরাণ* সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। *মৎস্যপুরাণে* গৃহ পরিবেশ নির্মল রাখতে বৃক্ষের মহত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আলোচিত হয়েছে-

"ভবনস্য বটঃ পূর্বেদিগভাগেসার্বকামিকঃ।
উদুম্বরস্তথাযাম্যেবারুণ্যাং পিপ্পলঃ শুভ।।"[1]

বরাহপুরাণে কথিত আছে যে, ভূমিদান ও গোদান–এই দানের জন্য যে পুণ্য লাভ হয় তেমনি বৃক্ষরোপণ এবং পরিবর্ধনেরও ফলে সেরূপ পবিত্রলোক লাভ হয়ে থাকে। অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ এবং পরিচর্যার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে আমাদের এই প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্মল ও সুরক্ষিত থাকে। আবার বৃক্ষরোপণ করলে আমাদের কি লাভ হয় সেই কথাও বলা আছে। যেমন - কোন ব্যক্তি একটি অশ্বত্থ, একটি বট, একটি নিম্ব, দশটি ফুলের গাছ, দুটি দাড়িম্ব, দুটি মাতুলঙ্গ এবং এবং পাঁচটি আম্রবৃক্ষ রোপণ করে তাহলে তাকে আর নরকে যেতে হয় না।তাই *বরাহপুরাণে* বলা হয়েছে-

"ভূমিদানে যে লোকা গোদানে চ কীর্ত্তিতাঃ।
তে লোকাঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ পাপপানাৎ প্ররোহণে।।
অশ্বত্থমেকং পিচুমর্দমেকং
ন্যগ্রোধমেকং দশপুষ্পজাতিঃ।
দ্বে দ্বে তথা দাড়িমমালিঙ্গে
পঞ্চাম্ররোপী নরকং ন যাতি"।।[2]

বিষ্ণুপুরাণে ও বলা আছে যে, মেঘসকল জল নিক্ষেপ করে, সেই জল প্রাণিগণের জীবনদায়ী ওষধিগণের পোষণকারী।সেই মেঘ পরিত্যক্ত জল দ্বারা ওষধিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পরিণামে প্রজাগণের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের কারণ হয়,-

"যত্তু মেঘৈঃ সমুৎসৃষ্টং বারি তৎপ্রাণিনাং দ্বিজ।
পুষ্পাত্যোষধয়ঃ সর্বা জীবনাযামৃতং হি তত্।
তেন বৃদ্ধিং পরাং নীতঃ সকলশ্চৌষধীগণঃ।
সাধকঃ ফলপাকান্তঃ প্রজানাং দ্বিজ জাযতে"।।[3]

এখন *অগ্নিপুরাণের* দৃষ্টিতে পরিবেশ-চিন্তন নিয়ে আমরা আলোচনা করব।পরিবেশ বলতে বোঝায় বৃক্ষ-লতা-গুল্ম,পশু-পক্ষি, নদী-নালা-খাল-বিল, জল,মাটি,বাতাস প্রভৃতি যে গুলি আমাদেরকে চারদিকে থেকে বেষ্টন করে আছে।তাই বলা হয় 'পরিতঃ বেশঃ পরিবেশঃ'। এই পরিবেশকেই ব্যাপক অর্থে প্রকৃতি বলা হয়।আমরা এখন পরিবেশের তথা প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য একটি উপাদান বৃক্ষকে নিয়ে আলোচনা করব।*অগ্নিপুরাণে* বৃক্ষ এবং তার পরিচর্যার কথা জানতে পারি।এই *পুরাণের* ২৪৭তম অধ্যায়ে বাসের উপযুক্ত বাস্তুভূমির লক্ষণ বলতে গিয়ে বাস্তুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত,তা বর্ণনা করা হয়েছে । অর্থাৎ বসতবাড়ির চারিদিকে কি কি বৃক্ষ রোপণ করলে বা কি কি বৃক্ষ থাকলে পরিবেশ নির্মল থাকে তা বলে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সমস্ত বৃক্ষের পরিচর্যার কথা ও উল্লেখ করা হয়েছে।যেমন-গৃহের উত্তরদিকে প্লক্ষবৃক্ষ(পাকুড়বৃক্ষ),পূর্বদিকে বটবৃক্ষ,দক্ষিণদিকে উদুম্বরবৃক্ষ, পশ্চিমদিকে অশ্বত্থবৃক্ষ থাকলে ভালো এবং গৃহের বামদিকে উদ্যান থাকলে সেখানে বাস অত্যন্ত শুভজনক বা সুখকর। তাই *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে-

"উত্তরেণ শুভঃ প্লক্ষো বটঃ প্রাক্ স্যাদ্ গৃহাদিতঃ।
উদুম্বরশ্চ যাম্যেন পশ্চিমেহশ্বত্থ উত্তমঃ।।

---

[1] *মৎস্যপুরাণ (২৫৫/২০)*
[2] *বরাহপুরাণ (১৭২/৩৫-৩৪)*
[3] *বিষ্ণুপুরাণ (২/৯/১৮)*

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – IV | Jul-Aug 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বামভাগে তথোদ্যানং কুর্য্যাদ্বাসগৃহে শুভম্"।[4]

আবার বৃক্ষের জলসেচনের সময় সম্পর্কে লিখিত আছে যে, গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ও সকালে ,শীতকালে দিনের শেষে এবং বর্ষাকালে রাত্রিবেলায় রোপিত বৃক্ষে জলসেচন করতে হয়। কারণ সেই সময় মাটি শুষ্ক থাকে। আর বৃক্ষ পরিচর্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে- বিড়ঙ্গ ও ঘৃতসংযুক্ত শীতল জল সেচন করলে বৃক্ষ সকল অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়-

"সাযং প্রাতস্তু ধর্মান্তৌ শীতকালে দিনান্তরে।
বর্ষারাত্রে ভুবঃ শোষে সেক্তব্যা রোপিতদ্রুমাঃ
বিড়ঙ্গঘৃতসংযুক্তান্ সেচযেচ্ছীতবারিণা।।"[5]

বৃক্ষরোপণ যে পরিবেশকে বা প্রকৃতিকে দূষণমুক্ত রাখে এবং পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষ যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেই জন্য বৃক্ষরোপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে, দ্বিজগণের ও চন্দ্রের পূজা করে বৃক্ষরোপণ করবে। বায়ব্য, হস্ত, প্রাজেশ, বৈষ্ণব ও মূল এই পঞ্চ নক্ষত্র বৃক্ষরোপণের প্রশস্ত।আবার উদ্যানে বৃক্ষের জল সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে নদীর জল যাতে উদ্যানে সহজে প্রবেশ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা নদীর জল না থাকলে পুকুরের জল যাতে সহজে উদ্যানে প্রবেশ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই *পুরাণকার* বলেছেন -

"গৃহীযাদ্রোপযেদ্বৃক্ষান্ দ্বিজং চন্দ্রং প্রপূজ্য চ।
ধ্রুবাণি পঞ্চবাযব্যং হস্ত পাজেশবৈষ্ণব।।
নক্ষত্রাণি তথা মূলং শস্যন্তে দ্রুমরোপণে।
প্রবেশযেন্নদীবাহান্ পুষ্করিণ্যান্ত কারযেত্।।"[6]

আবার একটি বৃক্ষের থেকে অপর একটি বৃক্ষের ব্যবধান কেমন থাকবে তা পুরাণকার বলেছেন যে, এক স্থানে বৃক্ষরোপণ করলে তার কুড়ি হাত ব্যবধানে অন্য বৃক্ষরোপণ করলে উত্তম, ষোল হাত অন্তরে বৃক্ষরোপণ করলে মধ্যম, বারো হাত ব্যবধানে বৃক্ষরোপণ করলে তা অধম হয়, আর ঘন সনিবিষ্ট বৃক্ষরোপণ করলে ফলহীন হয়ে থাকে। ফলনাশ হলে প্রথমে অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করে পরে বিড়ঙ্গ,ঘৃত এবং পঙ্ক মাখিয়ে শীতল জল দিয়ে সেচন করতে হবে। তাই *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে-

"উত্তমং বিংশতির্হস্তা মধ্যমং ষোড়শান্তরম্।
স্থানাৎ স্থানান্তরং কার্য্যং বৃক্ষাণাং দ্বাদশাবরম্।
বিফলাঃ স্যুর্ঘনা বৃক্ষাঃ শস্ত্রেণাদৌ হি শোধনম্।
বিড়ঙ্গঘৃতপঙ্কাক্তান্ সেচযচ্ছীতবারিণা"[7]

আবার এই *পুরাণের* ৭০তম অধ্যায়ে পাদপগণের প্রতিষ্ঠার কথাও বলা আছে।পাদপগণের প্রতিষ্ঠা করলে মানুষের ভুক্তি মুক্তি লাভ হয় - "প্রতিষ্ঠাং পাদপানাঞ্চ বক্ষ্যেঽহং ভক্তিমুক্তিদাম্"[8] আরো বলা হয়েছে যে, পাদপগণের প্রতিষ্ঠা করলে সমস্ত পাপ মনুষ্যগণের নাশ হয় এবং পরম সিদ্ধি লাভ হয়। সেজন্য *পুরাণকার* বলেছেন- "পাপনাশঃ পরা সিদ্ধির্বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠযা"[9] এইভাবে বৃক্ষ উৎসব বা বৃক্ষরোপণের দ্বারা মানুষকে বৃক্ষের প্রতি আরো দায়িত্ববান হতে অনুপ্রাণিত করেছেন ক্রান্তদর্শী মুনিরা।

---

[4] *অগ্নিপুরাণ (২৪৭/২৪-২৫)*
[5] *তদেব (২৪৭/২৫-২৬)*
[6] *তদেব (২৮২/৩-৪)*
[7] *তদেব (২৮৩/৮-১০)*
[8] *তদেব (৭০/১)*
[9] *তদেব (৭০/৮)*

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 2 | Issue – IV | Jul-Aug 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। বৃক্ষরোপণের বিষয়ে ও *শিবপুরাণের পঞ্চমীসংহিতার* দ্বাদশাধ্যায়ে বলা আছে- যে ব্যক্তি বৃক্ষরোপণ করে সে সমস্ত অতীত এবং ভবিষ্যৎ বংশধরকে উদ্ধার করে থাকে-

"অতীতানাগতান্ সর্বান্ পিতৃবাংশাস্তু তারযেত্।
কান্তারে বৃক্ষরোপী যস্তস্মাদ্বৃক্ষাংস্তু রোপযেত্"[10]

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বৃক্ষরোপণ কথা বলা হয়েছে। বৃক্ষরোপণ করলে ইহলোকে কীর্তি, স্বর্গলোকে শুভফল ও পিতৃলোকে সম্মান লাভ হয়ে থাকে। বৃক্ষরোপণকর্তা স্বর্গে গমন করলেও তার নাম বিলুপ্ত হয় না এবং সে অনায়াসে নিজের পূর্বপুরুষের উদ্ধার করতে পারে। এইসব পরামর্শ দ্বারা মানুষের প্রতি বৃক্ষরোপণ বা গাছ লাগানো তে উৎসাহিত করা হয়েছে,। অতএব বৃক্ষরোপণ করা মানুষের কর্তব্য । তাই *মহাভারতেই* বলা হয়েছে -

"এতা জাত্যস্তু বৃক্ষাণাং তেষাং রোপে গুণাস্ত্বিমে।
কীর্তিশ্চ মানুষে লোকে প্রেত্য চৈব ফলং শুভম্।।
লভতে নাম লোকে চ পিতৃভিশ্চ মহীযতে।
দেবলোকে গতস্যাপি নাম তস্য ন নশ্যতি।।
অতীতানাগতে চোভে পিতৃবংশঞ্চ ভারত।
তারযেদ্বৃক্ষরোপী চ তস্মাদ্ বৃক্ষাংশ্চ রোপযেত্।।"[11]

আবার বিভিন্ন *পুরাণে* যেমন বৃক্ষরোপণের কথা বলা আছে, তেমনি বৃক্ষ ও অরণ্যের সুরক্ষা ও বিনষ্টকারীর শাস্তি সম্পর্কে বলা আছে। পরিবেশের সুরক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ ও বনসৃজনের সঙ্গে সঙ্গে ও অরণ্যের রক্ষণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ক্রান্তদর্শী ঋষিরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। *অগ্নিপুরাণে* দণ্ডের বিধান করা হয়েছে।সেখানে বলা আছে বটাদি বৃক্ষের অথবা উপজীব্য আম্রাদি বৃক্ষের শাখা, স্কন্ধ এবং মূল ছেদন করলে তাহলে বৃক্ষচ্ছেদনকারীকে যথাক্রমে কুড়ি,চল্লিশ, আশি পণ দণ্ড দেওয়া হবে। তাই *পুরাণকার* বলেছেন-

"প্ররোহিশাখিনাং শাখা-স্কন্ধ-সর্ববিদারণে।
উপজীব্যদ্রুমাণাঞ্চ বিংশতে-র্দ্বিগুণা দমাঃ।।[12]

উল্লেখযোগ্য যে *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতেও* বৃক্ষচ্ছেদনকারী অনুরূপ শাস্তির বিধান করা আছে। আবার এই *পুরাণে* ২০৩তম অধ্যায়ে বলা আছে বৃক্ষছেদন করলে বজ্রশস্ত্রে পড়তে হয়-"দ্রুমচ্ছিদ্বজ্রশস্ত্রকে-"[13]।*পুরাণকার* নির্দেশ দিয়েছেন যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা প্রয়োজনে বা যজ্ঞব্যতীত (বিল্ব)বৃক্ষ ছেদন করতে পারবে। অকারণে বৃক্ষ দহন করা যাবে না। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি(বিল্ব)বৃক্ষকে বিক্রয় করে, তাহলে সেই ব্যক্তি পতিত হন। তাই *বৃহদ্ধর্মপুরাণে* বলা হয়েছে-

"ন চ্ছিন্দ্যাং শ্রীফলতরুং ন দহেত্ কাষ্ঠমেব চ।
বিনা ব্রাহ্মণযজ্ঞার্থং পতিতো বিল্ববিক্রমী"।।[14]

বিষ্ণুপুরাণে সর্বপ্রায়শ্চিত্তকথন নামক অধ্যায়ে অরণ্য সুরক্ষা সম্পর্কে বলা আছে যে, ব্যক্তি বনচ্ছেদন করে সেই ব্যক্তি অসিপত্রবন নরকে যায়-

---

[10] *শিবপুরাণ (৫/১২/১৭)*
[11] *মহাভারত, (অনুশাসনপর্ব ৪৭/২৪-২৬)*
[12] *অগ্নিপুরাণ (২৫৮/২৫)*
[13] *তদেব (২০৩/১৬)*
[14] *বৃহদ্ধর্মপুরাণ (১১/৩৪)*

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – IV | Jul-Aug 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

"অসিপত্রবনং যাতি বনচ্ছেদী বৃথৈব যঃ"।।[15] আবার *কূর্মপুরাণের* আচারাধ্যায়ে বৃক্ষরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে - যে, চৈত্যবৃক্ষ ছেদন করবে না অর্থাৎ যে বৃক্ষের তলায় গ্রাম্য দেবতারির পূজা হয়ে থাকে তাকে চৈত্যবৃক্ষ বলে। সেই চৈতবৃক্ষকে ছেদন করা যাবে না। তাই *পুরাণকার* বলেছেন-

"চৈত্যং বৃক্ষং ন বৈ ছিন্দ্যাত্।।"[16]

আবার *যজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* বৃক্ষচ্ছেদনকারীর দন্ডের বিধান দেওয়া আছে। এখানে বলা আছে যে, চৈত্য বৃক্ষ, শ্মশান, সীমানা, পুণ্যস্থান, দেবমন্দির (সুরালয়) প্রভৃতিস্থানে অবস্থিত বৃক্ষ এবং পিপ্পল ও পলাশাদি প্রভৃতি বিখ্যাত বৃক্ষের শাখা, কাণ্ড, স্কন্দ ও মূল ছেদন করলে যথাক্রমে দণ্ডের দ্বিগুণ শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে-

"চৈত্যশ্মশানসীমাসু পুণ্যস্থানে সুরালযে।
জাতদ্রুমাণাং দ্বিগুণো দমো বৃক্ষে চ বিশ্রুতে।।"[17]

মনুসংহিতাতেও বলা হয়েছে যে, ফলদায়ী বৃক্ষ, গুল্ম, বল্লি, লতা, পুষ্পিত,বিরুধ্ (কুমড়ো) প্রভৃতি বৃক্ষের ছেদন করার জন্য পাপস্খলনের জন্য সাবিত্র্যাদি ঋক্ মন্ত্র শতবার জপ করার বিধান দিয়েছেন-

"ফলদানাং তু বৃক্ষাণাং ছেদনে জপ্যমৃক্শতম্।
গুল্মবল্লীলতানাঞ্চ পুষ্পিতানাঞ্চ বীরুধাম্।।"[18]

সুতরাং *পৌরাণিকযুগে* তথা স্মৃতিশাস্ত্রীয়যুগে বৃক্ষ ছেদনের জন্য বিভিন্ন শাস্তির বিধান করা অথবা বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধান করে ক্রান্তদর্শী ঋষিরা পরিবেশের সজীব উপাদান বৃক্ষের রক্ষার প্রচেষ্টা করেছেন

পরিবেশের দূষণ প্রতিরোধ বা পরিবেশকে নির্মল রাখতে বৃক্ষের যে একটি ভূমিকা আছে, তেমনই বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে বা রোগ নিরাময়ে ও বৃক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। *অগ্নিপুরাণে* ২৮৩ অধ্যায়ে ঔষধ - প্রকরণে নানাবিধ ঔষধের (Medicine) কথা বলা আছে। আমাদের প্রকৃতিতে যে নানান প্রজাতির বৃক্ষ আছে এবং সেই সেই বৃক্ষ থেকে জাত ঔষধ আমাদের কী কী উপকারে আসে, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে। এস্থলের ধন্বন্তরি বলেছেন যে সিংহী, শটী, নিশাযুল্ম, বৎসক ক্বাথ-এই সকল ঔষধ শিশুর স্তন্যদোষ -জনিত সব রকম অতিসারে প্রশস্ত হয়। কৃষ্ণা ও অতিবিষার সঙ্গে চূর্ণিতা শৃঙ্গী লেহন করবে। এক অতিবিষাই শিশুর কাস সর্দ্দি ও জ্বর হরণ করে-

"সিংহী শটী নিশাযুগ্মং বৎসকং ক্বাথসেবনম্।
শিশোঃ সর্ব্বাতিসারেষু স্তন্যদোষেষু শস্যতে।।
শৃঙ্গীং সকৃষ্ণাতিবিষাং চূর্ণিতাং মধুনা লিহতে।
একা চাতিবিষা কাস-চ্ছর্দ্দিজ্বরহরী শিশোঃ।।"[19]

আবার দূর্বা ঘাসের রস নস্য নাসারক্ত রোগ বিনাশ করে। রসুন ,আদা, শিগ্রুর রস কানের রোগের পক্ষে হিতকর। অনুরূপভাবে ঠোঁটের রোগের পক্ষে উপকারী হল তৈল, আদ্রকজাত্য ও শূলহা।[20]

---

15 *বিষ্ণুপুরাণ (২/৬/২৬)*
16 *কূর্মপুরাণ,(উপরিভাগ ১৬/৭৯)*
17 *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (২/২২৮)*
18 *মনুসংহিতা (১১/১৪৩)*
19 . *অগ্নিপুরাণ (২৮৩/১-২)*
20 *তদেব (২৮৩/৭-৮)*

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – IV | Jul-Aug 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অগ্নিপুরাণের ন্যায় *গরুড়পুরাণে* ও রোগ নিরাময়ে জন্য বৃক্ষের অবদানের কথা বলা হয়েছে। এখানে চোখের ব্যথা বা চোখের রোগের আরোগ্যের জন্য কিছু বৃক্ষজাত ঔষধের নাম উল্লেখ আছে। যেমন সজিনা পাতার রস মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করে যদি চক্ষুতে দেওয়া হয়,তাহলে নিশ্চিতভাবে চক্ষুরোগ বিনষ্ট হবে, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই-

"শোভাঞ্জনপত্ররসং মধুযুক্তং হি চক্ষষোঃ।
ভরণাদ্রোগহণং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশযঃ"।।[21]

জল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ এবং এটিও বৃক্ষের মতো পরিবেশের অর্থাৎ প্রকৃতির একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। *অগ্নিপুরাণের* ৬৪তম অধ্যায়ে কূপ,তড়াগ, বাপী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার অর্থাৎ খননের কথা কথা বলা হয়েছে।এই অধ্যায়ে ভগবান বিষ্ণু জলকে সাক্ষাৎ হরি বলেছেন এবং এই জল সোম ও বরুণের সদৃশ। সমস্ত বিশ্ব অগ্নীষোমময়, জল স্বরূপ বিষ্ণু তার কারণ। তাই *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে-

"কূপ-বাপী-তড়াগানাং প্রতিষ্ঠাং বচমি তাং শৃণু।
জলরূপেণ হি হরিঃ সোমো বরুণ উত্তম।।
অগ্নীষোমময়ং বিশ্বং বিষ্ণুরাপস্তু কারণম্"।।[22]

ভগবান বিষ্ণু বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করে যেকোন সম্প্রদায়ের মানুষ যারাই জলের জন্য প্রার্থনা করুক না কেন, তড়াগ বা পুষ্করিণীর জল দ্বারা তৃপ্তি লাভ করবে। পুনরায় তিনি বলেছেন যেহেতু গবাদি পশু তড়াগাদির জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে, সেইহেতু মনুষ্যকৃত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায় ।আবার কেউ যদি জল দান করে তাহলে তার সর্বদানফল লাভ হয় এবং স্বর্গপ্রাপ্তি ও হয়ে থাকে-

"গবাদি পিবতে যস্মাত্ তস্মাত্ কর্ত্তুর্ন পাতকম্।
তোযদানাত্ সর্ব্বদানফলং প্রাপ্য দিবং ব্রজেত্"।।[23]

আবার *শিবপুরাণে* ও পানীয় জল দানের মাহাত্ম্যের কথা বলা আছে যে, পানীয় জলদান হল সর্বশ্রেষ্ঠ দান।তাই *পুরাণকার* বলেছেন-

"পানীযদানং পরমং দানানামুত্তমং সদা"[24]। *মহাভারতে* জলদানপ্রসঙ্গে বলা আছে আছে যে ইহলোকে জলদান করলে পরলোকে সর্বদা প্রীতি হয়ে থাকে –

" দুর্লভং সলিলং তাত! বিশেষেণ পরত্র বৈ।
পাণীযস্য প্রদানেন প্রীতির্ভবতি শাশ্বতী।।"[25]

অগ্নিপুরাণের মত *মৎস্যপুরাণে* ও অর্থাৎ তড়াগ,পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা বিধির কথা বলা আছে-

"এবমেষু পুরাণেষু তড়াগবিধিরুচ্যতে।
কূপ-বাপীষু সর্বাসু তথা পুষ্করিণীষু চ।
এষ এব বিধির্দৃষ্টঃ প্রতিষ্ঠাসু তথৈব চ।।"[26]

আবার সেখানে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করলে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন যজ্ঞীয় ফল লাভ সে কথাও বলা আছে। যেমন প্রাবিটকালে বা বর্ষাকালে অথবা শরৎকালে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করলে অগ্নিষ্টোম ফল লাভ হয় আর হেমন্তকালে ও শীতকালে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করলে বাজপেয়েও অতিরাত্র ফল লাভ হয়। আবার বসন্ত ঋতুতে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলাফল এবং গ্রীষ্মকালে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করলেন রাজসূয় অপেক্ষা বিশিষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয়। তাই *পুরাণকার* বলেছেন -

---

[21] *গরুড়পুরাণ, (পূর্বখণ্ড ১৮১/১)*
[22] *অগ্নিপুরাণ (৬৪/১-২)*
[23] *তদেব (৬৪/৪৪)*
[24] *শিবপুরাণ (৫/১২/১)*
[25] *মহাভারত, (অনুশাসনপর্ব ৪৭/১৯)*
[26] *মৎস্যপুরাণ (৫৮/৫০-৫১)*

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – IV | Jul-Aug 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

"পাবৃট্কালে স্থিতে তোযে হ্যগ্নিষ্টোমফলং স্মৃতম্।
শরৎকালে স্থিতং যৎ স্যাৎ তদুক্তফলদাযকম্।
বাজপেযাতিরাত্রাভ্যাং হেমন্তে শিশিরে স্থিতম্।
অশ্বমেধসমং প্রাহ বসন্তসমযে স্থিতম্"।।[27]
গ্রীষ্মেঽপি তৎ স্থিতং তোযং রাজসূযাদ্বিশিষ্যতে"।

আবার *শিবপুরাণে* জলাশয় নির্মাণের কথা লিখিত আছে। এই *পুরাণে* কথিত আছে যে, জলাশয় নির্মাণ করলে তা মহা আন্দনদায়ক হয়ে থাকে। সেজন্য *পুরাণকার* বলেছেন- "জলাশযবিনির্মাণং মহানন্দকরং ভবেত্।"[28]

আবার *মহাভারতের* অনুশাসনপর্বে ৪৭ তম অধ্যায়ে জলাশয় খননের কথা বলা আছে। জলাশয় খনন করলে পূর্ণ্য লাভ হয়, যিনি জলাশয় খনন করেন, তিনি ত্রিলোকের মধ্যে পূজনীয় হয়ে থাকেন। পুনরায় জলাশয় খননের ফল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,জলাশয় বন্ধুর মতো সকল জীবের উপকারক, সূর্যের প্রীতিকার,দেবগণের পুষ্টিবৃদ্ধিকারী ও প্রতিষ্ঠাতার কীর্তিপদ হয়ে থাকে। পন্ডিতেরা বলেন জলাশয় যে,খনন করলে তার দ্বারা ত্রিবর্গের ফললাভ হয়। অতএব জলাশয় একটি পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ, চতুর্বিধ প্রাণী জলাশয় অর্থাৎ পুকুর পুষ্করিণী,কূপ ইত্যাদি থেকে জলপান করে জীবন ধারণ করে অর্থাৎ জলের আর এক নাম জীবন। সুতরাং জলাশয় প্রতিষ্ঠা করলে নিশ্চয়ই শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকে।তাই *মহাভারতে* বলা হয়েছে —

"অথবা মিত্রসদনং মৈত্রং মিত্রবির্দ্ধনম্।
কীর্তিসঞ্জননং শ্রেষ্ঠং তড়াগানাং নিবেশনম্।।
ধর্মস্যার্থস্য কামস্য ফলমাহুর্মনীষিণঃ।
তড়াগসুকৃতং দেশে ক্ষেত্রমেকং মহাশ্রযম্।
চতুর্বিধানাং ভূতানাং তড়াগমুপলক্ষযেত্।।
তড়াগানি চ সর্বানি দিশন্তি শ্রিযমুত্তমাম্।।"[29]

সুতরাং এইভাবে *পৌরাণিক* যুগে পরিবেশে যাতে জলের অভাব না হয়, তার জন্য মুনি ঋষিরা তড়াগ,কূপ,পুষ্করিণী,বাপী,সরোবর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

আবার বিভিন্ন *পুরাণে* যে গঙ্গা নদীর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে ,তা প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ বা প্রকৃতি চিন্তনের পরিচায়ক । কারণ নদী হল পরিবেশের উপরিউক্ত উপাদানগুলির মতো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। *অগ্নিপুরাণের* ১১০ তম অধ্যায়ে গঙ্গা নদীর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। গঙ্গা নদী যে দেশের মধ্যে দিয়েই প্রভাবিত হয়, সেই দেশ পরম পবিত্র হয়। যারা সর্বদা মুক্তি লাভের উপায় বা পরিণামে সদ্গতি কামনা বা অন্বেষণ করে ,এই গঙ্গানদী তাদের তা সম্পাদন করেন। গঙ্গার সেবা করলে উভয় বংশেরই উদ্ধার হয়, আরো বলা আছে যে সহস্র চান্দ্রায়ণ ব্রত অপেক্ষা গঙ্গা নদীর জল পান উৎকৃষ্ট-

"গঙ্গামাহাত্ম্যমাখ্যাস্যে সেব্যা মা ভুক্তি-মুক্তিদা।
যেষাং মধ্যে যাতি গঙ্গা তে দশাঃ পাবনা বরাঃ।।
গতিগঙ্গা তু ভূতানাং গতিমন্বেষতাং সদা।।
গঙ্গা তারযতে চোভৌ বংশৌ নিত্যং হি সেবিতা।
চান্দ্রাযণসহস্রঞ্চ গঙ্গাম্ভঃ পানমুত্তমম্"।।[30]

---

[27] *তদেব (৫৮/৫৩-৫৫)*
[28] *শিবপুরাণ (৫/১২/২)*
[29] *মহাভারত (অনুশাসনপর্ব ৪৭/৫-৭)*
[30] *. অগ্নিপুরাণ (২১০/১-৩)*

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – IV | Jul-Aug 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

পরিশেষে বলা হয়েছে, গঙ্গার দর্শন, স্পর্শন, কীর্তন ও স্মরণ মাত্রে ঊর্ধ্বতন শত সহস্র পুরুষ পবিত্র হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে *অগ্নিপুরাণের* ১১৩ তম অধ্যায়ে নর্মদা নদীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।

অগ্নিপুরাণের যেমন গঙ্গা নদীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে, ঠিক তেমনিই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্তিত করা হয়েছে। এই *পুরাণে* বলা হয়েছে যে, গঙ্গা নদীর জল পবিত্র এবং এই জল যে পরিবেশকে নির্মল রাখতে সাহায্য করে তা ভগবান নারায়ণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে ।এস্থলে তিনি নানাভাবে গঙ্গা নদীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। [31] আবার *বৃহন্নারদীয়পুরাণে* বলা হয়েছে গঙ্গা অপেক্ষা প্রধান নদী নেই-"নাস্তিগঙ্গাসমা নদী।"[32] আরও বলা হয়েছে যে, গঙ্গা সদৃশ্য তীর্থ , মাতৃতুল্য গুরু, বিষ্ণুসমান দেবতা ও গুরু অপেক্ষা পরমতত্ত্ব নেই-

"নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং মাতৃসমো গুরুঃ।
নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্"।।[33]

বিভিন্ন *পুরাণের* ন্যায় *অগ্নিপুরাণে* সূর্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। কারণ সূর্য হলো প্রকৃতি বা পরিবেশের মূল বিষয়। সূর্য এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি শক্তির প্রধান উৎস । এই সূর্য দিনরাত্রি সংগঠনের প্রধান কারণ। সূর্য ছাড়া পৃথিবীতে দুটি জীবকুল - প্রাণীকুল (Fauna) এবং উদ্ভিদকুল (Flora) ধ্বংস হয়ে যাবে। *পুরাণে* প্রাচীন মুনি ঋষি কবিরা সূর্যের মহিমা কীর্তন করেছেন। *অগ্নিপুরাণে* ৭৩তম অধ্যায়ে সূর্যপূজার কথা বলা হয়েছে এবং ৩০১তম অধ্যায়ে সূর্য্যার্চনার কথা উল্লেখিত আছে।আবার সূর্যের বারটি মূর্তির কথা বলা হয়েছে। এই বারটি মূর্তির মধ্যে মাত্র কয়েকটি মূর্তি রূপ আছে যেগুলি পরিবেশের এক একটি উপাদান বলে অভিহিত। প্রকৃতির উপাদানরূপে অভিহিত মূর্তিগুলি হল আদিত্য,ত্বষ্টা,অর্যমা,বরুণ প্রভৃতি।অনুরূপভাবে *ব্রহ্মপুরাণের* ৩০তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সূর্য প্রখররূপ ধারণ করে রশ্মিনিচয় দ্বারা এই ত্রিভুবনকে তপ্ত করেছেন। ইনি স্বর্গ দেবময় অর্থাৎ সকল দেবতারই সূর্যে বিরাজমান, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাপদাতা, জগতের প্রভু,সর্বলোকে সাক্ষী এবং সর্বজগতের পতি। ইনিই জীবগণকে সৃজন করেন এবং পুনরায় সংহার করেন করে থাকেন। এই সূর্য কিরণরাজি বিস্তার করে প্রতিভাত হন এবংতাপন ও বর্ষণ করে থাকেন। তাই *ব্রহ্মপুরাণে* বলা হয়েছে-

"তাপযত্যেষ ত্রীল্লোঁকান্ ভবন্-রশ্মিভিরুল্বণঃ।
সর্বদেবময়ো হ্যেষ তাপতাং তপনো বরঃ।
সর্বস্য জগতো নাথঃ সর্বসাক্ষী জগৎপতিঃ"।।
সংক্ষিপত্যেষ ভূতানি তথা বিসৃজতে পুনঃ।
এষ ভাতি তপত্যেষ বর্ষত্যেষ গতস্তিভিঃ"।।[34]

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, রবি দিনরাত্রি সংঘটনের কারণ হন এবং তিনিই রাগাদি ক্লেশসমূহের সম্যক্-ক্ষয় হয়ে ক্রমমুক্তিভাগী যোগিগণের দেবযান নামক শ্রেষ্ঠপথ হয়ে থাকেন–

"অহোরাত্রব্যবস্থানকারণং ভগবান্ রবিঃ।
দেবযানঃ পরঃ পন্থা যোগিনাং ক্লেশসংক্ষযে"।।[35]

আবার বিভিন্ন *পুরাণে* পশু ও পাখিদের হত্যার নিষেধ বা অনিচ্ছাবশত: হত্যার ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করে বিবিধ শাস্তির বিধান করে পরিবেশ জৈব উপাদানের রক্ষার প্রচেষ্টা করা হয়েছে ।এই প্রচেষ্টা বর্তমানকালের বন্যপক্ষী ও পশুরক্ষণ ১৯১২ এবং বন্যপ্রাণী রক্ষণ

[31] *ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ১০*
[32] *বৃহন্নারদীযপুরাণ(৬/৫৯)*
[33] . *তদেব (৬/৫৬)*
[34] *ব্রহ্মপুরাণ (৩০/৮-১০)*
[35] *বিষ্ণুপুরাণ (২/৮/১১)*

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – IV | Jul-Aug 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

আইন ১৯৭২ সালকে মানা হয়েছে। এই সমস্ত আইন ও বিভিন্ন বন্যপশু ও পক্ষীর হত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে। এই বিধান প্রসঙ্গে *অগ্নিপুরাণে* ২৫৮তম অধ্যায় লিখিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি প্রাণিহত্যা অথবা পীড়ন করেন তাহলে তাদের জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে। অজ ও মৃগ প্রকৃতির ক্ষুদ্র পশুদেরকে তাড়ণ করে তাদের রক্তপাত ঘটালে যথাক্রমে দুই, চার এবং ছয় পণ দণ্ড দেওয়া হবে ।আর ঐ সকল পশুদের লিঙ্গচ্ছেদন করলে কিংবা তাদের হত্যা করলে মধ্যম সাহস দণ্ড দেওয়া হবে এবং এই পশুর স্বামী বা মালিককে সমমূল্য দিতে হবে । আর গো, অশ্ব,এবং হস্তী প্রভৃতি মহাপশুদের নিপীড়ন কিংবা হত্যা করলে তখন দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।তাই *পুরাণকার* বলেছেন-

"দুঃখে চ শোণিতোৎপাদে শাখাঙ্গচ্ছেদনে তথা।
দণ্ডঃ ক্ষুদ্রপশূনাং স্যাদ্বিপণপ্রভৃতিঃ ক্রমাত্।।
লিঙ্গস্য চ্ছেদনে মৃত্যৌ মধ্যমো মূল্যমেব চ
মহাপশূনামেতেষু স্থানেষু দ্বিগুণা দমাঃ"।।[36]

এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে* প্রাণিহত্যার অনুরূপ দণ্ডের বিধানের কথাও বলা আছে। আবার *অগ্নিপুরাণে* বলা হয়েছে যে , প্রাণী হত্যার পাপে ক্ষুরধার নরকে পড়তে হয়-

"ক্ষারহ্রদে প্রাণিহন্তা ক্ষুরধারে চ ভূমিহৃত্।
অম্বরীষে গোস্বর্ণহৃদ....."।।[37]

প্রাণী রক্ষা সম্পর্কে *কূর্মপুরাণেও* বিভিন্ন পক্ষীর হত্যা ও ভক্ষণ নিষিদ্ধ হয়েছে । এই সমস্ত পক্ষী হল বক, হংস, কলবিঙ্গ (চড়াইপক্ষী), শুক, কোকিল, নীলকণ্ঠপক্ষী, খঞ্জরীট, গৃধ্র (শকুনি) উলুক (পেঁচা), চক্রবাক, ভাসপক্ষী, পারাবত, কপোত প্রভৃতি পক্ষী ভক্ষণ করা সমাজে নিষিদ্ধ ছিল । আবার সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল, কুকুর, শূকর ,শৃগাল, মর্কট ও গর্দ্দভ এই সকল পশুদের ভক্ষণ করা নিষেধ ছিল, কারণ যাতে পরিবেশে বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষিত থাকে। সেজন্য *পুরাণকার* বলেছেন-

"বলাকং হংসং দাত্যূহং কলবিঙ্কং শুকং তথা।
তথা কুররবল্লূরং জালপাদঞ্চ কোকিলম্।।
চাষঞ্চ খঞ্জরীটঞ্চ শ্যেনং গৃধ্রং তথৈব চ।
উলুকং চাক্রবাকঞ্চ ভাসং পারাবতং তথা।।
কপোতং টিট্টিভঞ্চৈব গ্রামকুক্কুটমেব চ।
সিংহং ব্যাঘ্রঞ্চ মার্জ্জারং শ্বানং শূকরমেব চ।।
শৃগালং মর্কটঞ্চৈব গর্দ্দভঞ্চ ন ভক্ষযেত্"।।[38]

মনুসংহিতাতেও বিভিন্ন পশুপক্ষীদের হত্যা করা নিষেধ করা হয়েছে। সেখানে অশ্ব, বিড়াল,নেউল,চাষপক্ষি, ব্যাঙ, কুকুর, গোসাপ,পেঁচা,কাক প্রভৃতি হত্যা করা নিষিদ্ধ।যদি কেউ জ্ঞাতবশতঃ এদের বধ করেন তাহলে তাকে শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে-

"মার্জারনকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডূকমেব চ।
শ্বগোধোলূককাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাব্রতং চরেত্"।।[39]

সুতরাং *পুরাণকালীনযুগে* তথা *স্মৃতিশাস্ত্রীয়* যুগে বন্যপশুপক্ষী হত্যার দণ্ডবিধানের মাধ্যমে অথবা বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত করার মাধ্যমে বন্যপশুপক্ষীদের সুরক্ষার প্রচেষ্টা করেছিলেন,যাতে পরিবেশে বাস্তুতন্ত্র সঠিক ভাবে থাকে।

---

[36] *অগ্নিপুরাণ (২৫৮/২৩-২৪)*
[37] *তদেব (২০৩/১৬)*
[38] *কূর্মপুরাণ,উপরিভাগ (১৭/৩২-৩৪)*
[39] *মনুসংহিতা (১১/১৩১)*

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – IV | Jul-Aug 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অগ্নিপুরাণের আচার অধ্যায়ে গৃহ পরিবেশ দূষণমুক্ত করার জন্য কয়েকটি বিধির উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, রাস্তা পথঘাট ইত্যাদিতে ,জলে বা তৃণময় বীথিতে কখন ও মলমূত্র ত্যাগ করবে না ।মলমূত্র ত্যাগ করবার পর শৌচ ও আমচন করে দন্তধাবন করা উচিত, তারপর নিত্য -নৈমিত্তিক কাজ-কর্ম করা উচিত। স্নান না করে কোন কাজ করলে তার ফল ভালো হয় না। অর্থাৎ স্নান করেই যে কোন কর্ম করা উচিত। অতএব প্রাতঃকালে স্নান করবে। তাই ক্রান্তদর্শী ঋষি- মুনিদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—

"ন মার্গাদৌ জলে বীথ্যাং সতৃণাযাং সদাচরেত্।
শৌচং কৃত্বা মৃদাচম্য ভক্ষযেদ্দন্তধাবনম্।।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ক্রিযাঙ্গং মলকর্ষণম্।
ক্রিযাস্নানং তথা ষষ্ঠং ষোঢ়া স্নানং প্রকীর্ত্তিতম্।
আস্নাতস্যাফলং কর্ম প্রাতঃস্নানং চরেত্ তত"।।[40]

আবার এই *পুরাণে* বলা আছে যে গৃহের নিকটে কখনো মলমূত্র ত্যাগ করবে না। অর্থাৎ গৃহ থেকে অনেকটা দূরে মলমূত্র ত্যাগ করবে , যাতে পরিবেশ নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে- "দূরাদ্গৃহান্মূত্রবিষ্ঠে....."।[41] আরও বলা আছে জলে কখনো মলাদি বর্জ্য পদার্থ প্রক্ষেপ করবে না ,কারণ কারণ জল যাতে দূষণমুক্ত থাকে।তাই *পুরাণকার* বলেছেন- "মলাদি প্রক্ষিপেন্নাপ্সু ন"[42] *মনুসংহিতাতেও* কথিত আছে যে জলেতে মূত্র, বিষ্ঠা কিম্বা শ্লেষ্মা ত্যাগ করবে না । আবার জলে বিষ্ঠামূত্রলিপ্ত বস্ত্রাদি ক্ষালন করবে না এবং রক্ত বা কোন প্রকার বিষ নিক্ষেপ করবে না-

"নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেত্।
অমেধ্যলিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা"।।[43]

আবার *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে* বলা আছে যে, জলে রক্ত, নিষ্ঠীবন (থুতু), বিষ্ঠা,মূত্র,রেতঃ নিক্ষেপ করবে না- "ষ্ঠীবনাসৃক্শকৃন্মূত্ররেতোংস্যপ্সু ন নিক্ষিপেত্"।।[44]

অগ্নিপুরাণের মতো বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশের ১১ তম অধ্যায়ে গৃহ -পরিবেশ দূষণমুক্ত করার জন্য কয়েকটি বিধির উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ঔর্বমুনি সগর রাজা কে বলেছেন–হে রাজন ! সকালে ঘুম থেকে ওঠে গ্রামের নৈর্ঋত কোন বাসস্থান থেকে কিছুটা দূরে মলমূত্র ত্যাগ করবে ।বাড়ির উঠোনে পাদপ্রক্ষালনের জল বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ফেলবেন না অর্থাৎ যত্র তত্র মলমূত্র ত্যাগ করলে বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ফিরলে গৃহ পরিবেশ দূষিত হয়ে থাকে–

"ততঃ কল্যং সমুত্থায কুর্যান্মূত্রং নরেশ্বর।
নৈর্ঋত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ।
দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ বিসর্জযেত্।
পাদাবনেজনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপন্নে গৃহাঙ্গণে"।।[45]

---

40 *অগ্নিপুরাণ (১৫৫/২-৪)*
41 *তদেব (১৫৫/৩১)*
42 *তদেব (১৫৫/২২)*
43 *মনুসংহিতা (৪/৫৬)*
44 *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (১/১৩৭)*
45 *বিষ্ণুপুরাণ (৩/১১/৮-৯)*

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – IV | Jul-Aug 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

পৌরাণিকযুগে পরিবেশকে পবিত্র নির্মল রাখার ক্ষেত্রে *পুরাণকারের* সচেতনতা উল্লেখযোগ্য। যেমন *দেবীভাগবতের* একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত আছে যে, হলকর্ষিত ভূমিতে,জলে,চিতার উপরে,পর্বতের উপরে,ভগ্ন দেবালয়ে, বল্মীক মৃত্তিকার উপরে, তৃণাচ্ছাদিত স্থানে,প্রাণিযুক্ত গর্তে, পথে হাঁটতে হাঁটতে মলমূত্র পরিত্যাগ করা উচিত নয়।সেজন্য *পুরাণকার* বলেছেন-

"ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিতাযাং ন পর্বতে।
ন সসত্ত্বেষু গর্তেষু ন গচ্ছন্ পথি স্থিতঃ।।
সন্ধ্যযোরুভযোর্জ্জপ্যে ভোজনে দন্তধাবনে।
পিতৃকার্য্যে চ দৈবে চ তথা মূত্রপুরীষযোঃ"।।[46]

মনুসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায় বলা আছে - পথঘাট, ভস্মের উপরে, গোচরণ ভুমিতে, নাঙ্গল দ্বারা চাষ করা জমিতে, জলে, পর্বতে, জীর্ণমন্দিরে, উই ঢিবিতে, নদীর তীরে বা পর্বত শিখরে কখনও মল মূত্র ত্যাগ করবে না তাই *মনুসংহিতাতে* বলা হয়েছে-

'ন মূত্রং পথি কুর্বীত ন ভস্মানি ন গোব্রজে।
ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্বতে।
ন জীর্ণদেবাযতনে ন বল্মীকে কদাচন।।
ন সসত্ত্বেষু গর্তেষু ন গচ্ছন্নাপি চ স্থিতঃ।
ন নদীতীরমাসাদ্য ন চ পর্বতমস্তকে"।।[47]

আলোচনার পরিশেষে বলা যায় আজকের দিনে যেখানে প্রকৃতি- পরিবেশের উপর মানুষের আধিপত্য, মানুষের অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে ,তখন *অগ্নিপুরাণে* প্রকৃতি- পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব, প্রকৃতি -পরিবেশের সাথে নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক আমাদের অভিভূত করে ।এখানে পশুপক্ষী,কীটপতঙ্গ,গাছপালা, নদ-নদী, সমুদ্র ,পাহাড় -পর্বত, মাটি, জল, বায়ু ,অগ্নি, সূর্য ,চন্দ্র এককথায় জড়জগৎ ও জীবজগতের সমস্ত সত্তার স্বতোমূল্য এবং সমস্ত সত্তার মধ্যে এক অন্তঃসম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে।এখানে জলাশয় খননের উপযোগিতা , বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার উপকারিতা এবং প্রকৃতি- পরিবেশের সাথে সংহত হয়ে বসবাস করার কথা বলা হয়েছে।আবার বন্যপশুপক্ষীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে *অগ্নিপুরাণের* ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বন্যপশুপক্ষীদের হত্যার বিষয়ে দণ্ডবিধানের মাধ্যমে অথবা বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে বন্যপশুপক্ষীদের রক্ষার প্রচেষ্টার ভাবনা *পুরাণকারের* মধ্যে ছিল।*পুরাণকারের* চিন্তা ভাবনা হয়তো আধুনিক কালে বন্যপক্ষিরক্ষণ আইন (Wild Bird Protection Act,1887),বন্যপক্ষী ও পশুরক্ষণ আইন (Wild Birds and Animals Protection Act,1912) এবং বন্যপ্রাণী রক্ষণআইন (Wild Life Protection Act,1972) আবার পরিবেশ রক্ষণা আইন (Environment Protection ACT, 1986) ও বনভূমি রক্ষণ আইন (Forest Protection Act, 1980) ইত্যাদি স্মরণ করিয়ে দেয়। এই *পুরাণে* মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থকে প্রশ্রয় না দিয়ে জীবের কল্যাণে,এককথায় ঈশ্বরের সৃষ্টিকেসংরক্ষণ করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । সুতরাং *অগ্নিপুরাণে* ক্রান্তদর্শী মুনি -ঋষি -কবিরা যে প্রকৃতি ও পরিবেশ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তা বলার অপেক্ষায় রাখে না

।।নির্বাচিতগ্রন্থপঞ্জী।।

[46] *দেবীভাগবত (১১/২/১০-১১)*
[47] *মনুসংহিতা (৪/৪৫-৫৭)*

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – IV | Jul-Aug 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

- আচার্য্য ধ্রুব ও হাজরা কবিতা; *প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে পরিবেশ ভাবনা,* কলিকাতা:সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, 2017
- কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, *অগ্নিপুরাণ,* অনুবাদক তথা সম্পাদক;পঞ্চানন তর্করত্ন; কলিকাতা:নবভারত পাবলিশার্স ; ১৪১৯ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয়সংস্করণ)
- *কূর্মপুরাণ,* অনুবাদক তথা সম্পাদক; পঞ্চানন তর্করত্ন; কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স ; ১৪২৩ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয়সংস্করণ)
- *গরুড়পুরাণ,* অনুবাদক তথা সম্পাদক; পঞ্চানন তর্করত্ন ;কলিকাতা :নবভারত পাবলিশার্স; ১৪১৬ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ)
- *বৃহন্নারদীযপুরাণ,* অনুবাদক তথা সম্পাদক; পঞ্চানন তর্করত্ন ;কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স; ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ)
- *ব্রহ্মপুরাণ,* অনুবাদক তথা সম্পাদক;পঞ্চানন তর্করত্ন; কলিকাতা:নবভারত পাবলিশার্স ;১৪০৯ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয়সংস্করণ)
- *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ,* অনুবাদক তথা সম্পাদক ;পঞ্চানন তর্করত্ন; কলিকাতা :নবভারত পাবলিশার্স; ১৩৯৬ (বঙ্গাব্দ)
- *মৎস্যপুরাণ,* অনুবাদক তথা সম্পাদক ; পঞ্চানন তর্করত্ন; কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স; ২০১৫ (পুনর্মুদ্রণ)
- *মহাভারত (অনুশাসনপর্ব, ভারতকৌমুদী ও ভারতভাবদীপ টীকা সহ),* অনুবাদক তথা সম্পাদক; হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, কলিকতা: বিশ্ববাণী ; ১৪২২ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ)।
- *বরাহপুরাণ,* অনুবাদক তথা সম্পাদক ; পঞ্চানন তর্করত্ন; কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স; ১৪১৯ (পুনর্মুদ্রণ)
- *বিষ্ণুপুরাণ,* অনুবাদক তথা সম্পাদক; পঞ্চানন তর্করত্ন ;কলিকাতা: ভারত পাবলিশার্স ; ১৩১৪ (বঙ্গাব্দ)।
- *দেবীভাগবত,* অনুবাদক তথা সম্পাদক; পঞ্চানন তর্করত্ন ;কলিকাতা: ভারত পাবলিশার্স ; ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয়মুদ্রণ)।
- ঘোষ, বিদ্যুৎবরণ ; *সংস্কৃতরচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ - সচেতনতা,* কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার , 2011
- ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ; *পরিবেশভাবনায় সংস্কৃত - সাহিত্য,* কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৫ (দ্বিতীয় প্রকাশ)।
- চট্টোপাধ্যায়, ড: অনীশ; *পরিবেশ,* কলিকাতা:টি.ডি.পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড;2003 (পুনর্মুদ্রণ)।
- তর্করত্ন,পঞ্চানন; *ঊনবিংশসংহিতা,* সম্পাদক; শ্রী অশোক কুমার বন্দোপাধ্যায়; কলিকাতা: স্বদেশ; ২০১৮ (প্রথমপ্রকাশ)।
- মনু, *মনুসংহিতা (মেধাতিথিভাষ্য তথা মন্বর্থ-মুক্তাগুলি টীকা সহিত),* সম্পাদক; উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; কলিকাতা:বসুমতি সাহিত্য মন্দির; ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ (চতুর্থসংস্করণ)

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431